# বুলেট কেড়ে নিল নাঈমার প্রাণ

## মোহাম্মাদ সায়েম হোসেন

একদিন অফিসে কোনো এক ভদ্র লোক আমার নিজ ঠিকানা জানতে চাইলেন,আমি বললাম চাঁদপুর, মতলব। এবার তিনি বললেন চাকুরি পরিক্ষার বোর্ডে এক প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করলেন, আকার ওকার নেই এমন একটি উপজেলার নাম বলুন। চাকুরি প্রার্থী উত্তর দিলেন, 'মতলব'। আবার অনেকে প্রশ্ন করেন, আপনার 'মতলব' কী? আমি বলি, মতলব একটি উপজেলা। মতলব উপজেলা নিয়ে এমন অনেক হাস্য-রসের গল্প আছে। বাস্তবে মতলব উপজেলা বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত উপজেলা। এই উপজেলার মধ্যদিয়ে বয়ে চলছে সর্পিলাকার নদী ধনাগোদা। মতলব আজ ২৫ মাইল দৈর্ঘ্যের এই ধনাগোদা নদী দ্বারা মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ দুই উপজেলায় বিভক্ত। প্রশাসনিক কারণে মতলব উপজেলা বিভক্ত হলেও চলনে, বলনে ও মননে মতলববাসী এক ও অভিন্ন। বরং ধনাগোদা দুই পাড়ের মানুষকে এক সুতায় বেঁধেছে। এই নদীর পাড়ে ছোট্ট গ্রাম আমুয়া কান্দা। দক্ষিণা বাতাস, নদীর স্বচ্ছ জলের মাছ আর সবুজ ফসলের মাঠ এই গ্রামের মানুষের অবিচ্ছেদ্যে অংশ।

গোলাম মোস্তফা দেওয়ান এই গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। মতলব দক্ষিণ উপজেলার নারায়ণপুর বাজারে ছোট্ট একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান আর চিকিৎসা কেন্দ্র তার আয়ের একমাত্র অবলম্বন। বাজারের আশেপাশে পাঁচ গ্রামের মানুষ তার কাছে চিকিৎসা ও ঔষধ গ্রহণ করে। মানুষ তাকে দেওয়ার হোমিও বলে চিনে ও জানে। দেওয়ান সাহেব সহজ,সরল,নিরীহ মানুষ। সাদাসিধে জীবন যাপন করেন। তার ছিল তিন সন্তান দুই মেয়ে ও এক ছেলে।

গ্রাম্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক স্বপ্ন দেখতেন, একদিন তার সন্তানরা মানুষের মতো মানুষ হবে। বড়ো ডাক্তার হবে। দেওয়ান সাহেব তার স্বপ্ন পূরণের প্রত্যাশায় ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার উত্তরায় ভাড়া বাসায় সন্তানসহ স্ত্রী আইনুন নাহারকে নিয়ে উঠেন। উত্তরার ৯ নং সেক্টরের ১৫ নং বাড়ির ৪র্থ তলায় হয়ে যায় অস্থায়ী ঠিকানা। বড় মেয়ে তাসফিয়া সুলতানা ঢাকা মাইলস্টোন কলেজের একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। ছোট ছেলে আব্দুর রহমান উত্তরার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মেজো সন্তান নাঈমা সুলতানা পড়তেন মাইলস্টোন কলেজে দশম শ্রেণিতে।

আর দেওয়ান সাহেব নারায়ণ পুর বাজারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পেশায় কাজ করতেন এবং মাঝে মাঝে ঢাকায় এসে সন্তানের খোঁজ নিতেন।এমনি করে চলছিল মোস্তফা আর আইনুন নাহারের সংসার। দিন যায় মাস আসে সুখে শান্তিতে চলছিল তাদের শহুরে জীবন। গোলাম মোস্তফা দেওয়ান সাহেবের তিন সন্তানের মধ্যে নাঈমা সুলতানা অধিকতর মেধাবী। ২০০৯ সনের ২৫ জুলাই চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার আমুয়া কান্দা গ্রামে মোস্তফা-আইনুন আলয়ে জন্ম গ্রহন করে। নাঈমা ১৫৫ নারায়ণ পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২০০৯ সনে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ অর্জন করে।অতঃপর পুটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মতলব উপজেলার প্রত্যান্ত গ্রামে পড়াশোনা করেন। বাবার স্বপ্ন পূরণের জন্য ডাক্তার হবার ইচ্ছায় পরিবারের সাথে ঢাকায় চলে আসেন।

১৯ জুলাই শুক্রবার তপ্ত দুপুর বাসার বারান্দা থেকে শুকনো কাপড় আনতে গেল নাঈমা সুলতানা। ঠিক কোথায় থেকে একটি গুলি এসে লাগলো নাঈমার মাথায়। মাথা ছেদ করে বের হয়ে গেল। সাথে সাথে নাঈমা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। নাঈমার মা, বোন দৌড়ে এসে দেখলো মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে নাঈমা।রক্তে রঞ্জিত হয়ে বাসার বারান্দা - ফ্লোর। নাঈমাকে তার মা উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে, কর্তব্যরত চিকিৎক জানান, নাঈমা নেই। চির বিদায় নিয়ে নাঈমা চলে গেল ওপারে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে শহীদ নাঈমা সুলতানা। পরিবার নিয়ে রাজধানীর উত্তরায় থাকতেন, সেখানকার একটি ভবনের চারতলার বারান্দায় শুকনো কাপড় আনতে গিয়ে গুলিতে নিহত হয় আদরের মেয়ে নাঈমা সুলতানা। বাড়িতে সে একদিন আমাকে বলেছিল, বাবা তোমার মত ডাক্তার হয়ে আমিও মানুষের সেবা করব। কান্না জড়িত এসব কথা বলছিলেন, ১৯ জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে গুলিতে নিহত নাঈমার বাবা গোলাম মোস্তাফা দেওয়ান।

তিনি জানান, সেদিন উত্তরায় ৫ নং সড়কে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন চলছিল। সেখানে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছিল। উত্তরার সড়কের পাশেই একটি ভবনের চারতলায় আমার পরিবার বাস করে। সেখানকার মাইলস্টোন স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল নাঈমা। কে জানত বারান্দায় শুকানো কাপড় আনতে গিয়ে মাথায় গুলি লাগবে তার। সেখানেই লুটিয়ে পড়ে সে। তার মা ও পরিবারের লোকজন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানায়। ২০ জুলাই

নাঈমার লাশ গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় আমুয়াকান্দি দেওয়ান বাড়িতে দাফন করা হয়। ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিল নাঈমার প্রাণ। নিভে গেল দেওয়ান সাহেবর স্বপ্ন। একটি স্বপ্নের অকাল মৃত্যু হলো। আর মাত্র ছয় দিন পরই তার পনেরো বছর পূর্ণ হতো। ছোট্ট কিশোরী মেয়ে নাঈমা সুলতানা আজ পৃথিবীতে নেই। শূন্য ঘরে শুধুই আর্তনাদ। চির নিদ্রায় শায়িত আমুয়া কান্দা গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে। ভালো থাকো নাঈমা তুমি।

রক্ত ভেজা পোশাক ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র আজ শুধুই জুলাই স্মৃতি চিহ্ন। স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল ইট পাথরের এই শহরে। ফিরতে হলো লাশ হয়ে।

প্রিয় পাঠকগণ প্রশ্ন একটাই, কী অপরাধ ছিলো নাঈমার?

#

পিআইডি ফিচার